<table>
<tr><td>১) প্রযুক্তির নাম</td><td>:</td><td>মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার</td></tr>
<tr><td>২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য</td><td>:</td><td>মটরশুঁটি চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিএস-৫০১) ও ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। মটরশুঁটি গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে মটরশুঁটি গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে মটরশুঁটি গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।</td></tr>
<tr><td>৩) প্রযুক্তির উপযোগিতা</td><td>:</td><td>অঞ্চল: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে মটরশুঁটি চাষ করা যায়।</td></tr>
<tr><td>৪) মাঠ পর্যায়ের তথ্য</td><td>:</td><td>শস্য: মটরশুঁটি

জাত: বারি মটরশুঁটি -৩

সারের মাত্রা:

<table>
<tr><td>সারের নাম (বারি আরপিএস-৫০১)</td><td>সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)</td></tr>
<tr><td>অণুজীব সার</td><td>১.৫ কেজি</td></tr>
<tr><td>টিএসপি</td><td>০</td></tr>
<tr><td>এমওপি</td><td>৫২</td></tr>
<tr><td>জিপসাম</td><td>৯৪</td></tr>
<tr><td>জিংক সালফেট</td><td>১৩</td></tr>
<tr><td>বোরিক এসিড</td><td>৪.৪৭</td></tr>
<tr><td>ভার্মিকম্পোস্ট (টন/হেক্টর)</td><td>৫</td></tr>
</table>

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:
পরিমাণমত গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি</td><td>:</td><td>ফলন: ৯.৮৮-১১.২ টন/হেক্টর
১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে মটরশুঁটির শতকরা ২০-৩২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।</td></tr>
</table>